BHRC Affiliated by: United Nations, OHCHR, GOB, USA, ICJ, OMCT, ACHPR

BHRC

BHRCর আজীবন সদস্য পদ গ্রহণ করুন

একজন গর্বিত মানবাধিকার কর্মী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করুন

জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক নিবন্ধিত বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন-**BHRC**। **BHRC** সারা বাংলাদেশে এবং বহির্বিশ্বে নির্যাতিত ও নিপীড়িত মানুষের পক্ষে কর্মকান্ড পরিচালনায় আন্তঃমহাদেশীয় এবং এশিয়ার একটি বৃহত্তর বেসরকারি মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান। ১৯৮৭ সালে প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানটি জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ সরকার এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানগুলোর অনুমোদিত। বাংলাদেশ এবং বহির্বিশ্বে এই প্রতিষ্ঠানের আড়াই সহস্রাধিক শাখার মাধ্যমে সুশীল সমাজের প্রায় তিন লক্ষ সদস্য এই প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত থেকে মানবাধিকার উন্নয়ন ও সংরক্ষণের কাজে নিয়োজিত রয়েছে।

BHRCর আজীবন সদস্য/**Life Member** হয়ে আপনিও একজন গর্বিত মানবাধিকার কর্মী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন।

BHRC বিশ্বাস করে আপনার ন্যায় একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি মানবতার সেবায় নিজেকে সম্পৃক্ত করবেন। আপনি যে ধর্মেরই থাকুন না কেন সকল ধর্মেই মানবতার সেবাকে সৃষ্টিকর্তা সর্বোচ্চ এবং শ্রেষ্ঠ কাজ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। ব্যক্তিগত জীবনে নিজের জীবিকার জন্য অর্থের প্রয়োজন আছে, কিন্তু সে জন্যে আপনি অপরের কোন দুঃখে, অপরের সমস্যায় বা নির্যাতিত মানুষের পাশে না দাড়িয়ে শুধু নিজের দিকে তাকাবেন তা কোন প্রকৃত মানুষের কাজ নয়। আপনাকে মনে রাখতে হবে আপনি সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ, নিজেকে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে পরিগণিত করতে হলে অবশ্যই নিজের পেশার পাশাপাশি নিজেকে মানবতার সেবায় সম্পৃক্ত করতেই হবে। আপনার সম্পদ আপনি সাথে নিয়ে পরকালে যেতে পারবেন না।

প্রতিটি মানুষকে তার শেষ বিচারের দিনে অবশ্যই সৃষ্টিকর্তার নিকট জবাব দিতে হবে। আপনি যতদিন পৃথিবীতে বেঁচেছিলেন আপনি সৃষ্টিকর্তার জন্য কী করেছেন? আমি হিন্দু হলে মন্দিরে গিয়ে উপাসনা করি, মুসলিম হলে মসজিদে গিয়ে ইবাদত করি, বৌদ্ধ হলে কিয়াংঘরে গিয়ে ইবাদত করি এবং খ্রিষ্টান হলে গির্জায় গিয়ে ইবাদত করি। দুনিয়ার সকল মানুষই তার জীবদ্দশায় সৃষ্টিকর্তার নিকট নিজের পাপ লাঘব হওয়ার জন্য অথবা নিজের উন্নতি বা পরিবারের সদস্যদের উন্নতি বা সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ুর জন্য প্রার্থনা করে থাকে। কিন্তু শেষ বিচারের দিন সৃষ্টিকর্তা মানুষকে জিজ্ঞাসা করবে হে আদম সন্তান তুমি বেঁচে থাকা অবস্থায় আমার জন্য কী করেছ? মানুষ বলবে, হে সৃষ্টিকর্তা আমি সামান্য মানুষ, আমি তোমার জন্য কী-ই বা করতে পারি। সৃষ্টিকর্তা তার জবাবে বলবেন, হে আদম সন্তান পৃথিবীতে বেঁচে থাকা অবস্থায় তুমি কোন তৃষ্ণার্ত মানুষকে জল দাওনি, নিপীড়িত মানুষের পাশে দাড়াওনি এবং অসুস্থ মানুষকে সেবা করনি। তুমি যদি তাদেরকে সেবা করতে, বিপদগ্রস্থদের পাশে দাঁড়াতে তাহলে সেটাই আমাকে সেবা করা হত। তাই প্রতিটি মানুষ বেঁচে থাকা অবস্থায় অসহায় নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষকে সহায়তা করা বা পাশে দাড়ানো মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

আপনি বেঁচে থাকা অবস্থায় সম্পদ আহরণের জন্য নিজেকে এমন অবস্থায় তৈরি করবেন না, যা মানুষ আপনাকে দেখে সম্মানের পরিবর্তে অসম্মান বা আপসোস করবে। এ ধরনের ব্যক্তি দুনিয়ায় এবং মৃত্যুর পরও মানুষের কাছে একজন অভাগা মানুষ হিসেবেই পরিগণিত হয়ে থাকে।

আসুন আমরা সকলে বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন-**BHRC**র আজীবন সদস্য হয়ে নিজ নিজ অবস্থান থেকে মানবতার সেবায় নিজেকে সম্পৃক্ত করি এবং মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় নিবেদিত হই।

Amendment: 24 April 2021

বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন-BHRC

সদর দপ্তর, ২২২/খ, মালিকাগ, ঢাকা-১২১৭। ফোনঃ ৯৩৬১৩৫৩, মোবাইলঃ ০১৭১৪০৯৮৩৫৫

ই-মেইলঃ bhrc.nhq@gmail.com, ওয়েব সাইটঃ www.bhrc-bd.org

BHRC Affiliated by: United Nations OHCHR GOB USA ICJ OMCT ACHPR

Peace

BHRC

Justice-Equity

BHRC'র আজীবন সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনের আজীবন সদস্যগণ কমিশনের জাতীয় সদর দপ্তরের অনুমোদিত রেজিস্ট্রিভুক্ত এলাকা যথাক্রমেঃ মহানগর, জেলা, উপজেলা ও থানা শাখার যে কোন একটিতে বিশেষ সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারবেন। আজীবন সদস্যগণ বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনের একজন অংশীদার বিবেচিত হবেন। আজীবন সদস্যগণ তার রেজিস্ট্রিভুক্ত এলাকার জেলা, মহানগর, উপজেলা, থানা এবং পৌরসভা শাখার যে কোন একটির সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত হয়ে মানবাধিকার কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবেন। যে সকল আজীবন সদস্যগণ কমিশনের কোন শাখার সাথে সম্পৃক্ত না হয়ে সরাসরি মানবাধিকার কার্যক্রমের সাথে যুক্ত থাকতে চান, তারা নিম্ন উলেখিত কার্যক্রমগুলো এককভাবে পরিচালনা করতে পারবেনঃ

১। যে কোন নির্যাতিত নারী-পুরুষকে সহায়তার লক্ষ্যে বিষয়টি মীমাংসা করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারবেন। মীমাংসা করা সম্ভব না হলে ভিকটিমের পক্ষে আইনের সাহায্য প্রদান যথাক্রমেঃ সংশিষ্ট থানায় বা আদালতে ভিকটিমকে নিয়ে আইনানুগ মামলা করার বিষয়ে সহযোগিতা করতে পারবেন।

২। যে কোন মানবাধিকার লঙ্ঘনজনিত ঘটনার তদন্ত এবং তদন্ত প্রতিবেদন কমিশনের জাতীয় সদর দপ্তরে পাঠাতে পারবেন।

৩। যে কোন বেআইনী এবং সমাজ বিরোধী কাজের তথ্য সরকারের সংশিষ্ট প্রশাসনিক কর্মকর্তার যথাক্রমে জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, র‍্যাব কর্মকর্তা, উপজেলা চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট লিখিত অথবা টেলিফোনের মাধ্যমে তথ্য প্রদান করতে পারবেন।

৪। আজীবন সদস্যগণ বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনের পক্ষে নিচে উলেখিত দিবসসমূহ পালনকালে স্থানীয় শাখার অনুষ্ঠানগুলোতে সম্মানিত মেহমান হিসেবে যোগদান করতে পারবেন। এছাড়া স্থানীয় শাখা কমিটি দিবসটি পালন না করলে আজীবন সদস্য হিসেবে দিবসটি এককভাবে পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারবেন। দিবসগুলোর মধ্যে রয়েছে ঃ ১০ই জানুয়ারী বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনের প্রতিষ্ঠা এবং প্রতিষ্ঠাতার জন্মদিবস, ২১ ফেব্রুয়ারি- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, ৮ মার্চ- বিশ্ব নারী দিবস, ২৬ মার্চ- স্বাধীনতা দিবস, ২২ এপ্রিল- আন্তর্জাতিক জন্মভূমি দিবস, ১ মে- মে দিবস, ২৬ জুন- জাতিসংঘ ঘোষিত নির্যাতিতদের সমর্থনে আন্তর্জাতিক দিবস, জুলাই ১৭- আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার দিবস, ১৫ আগস্ট- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী/শোক দিবস, ২১ সেপ্টেম্বর- বিশ্ব শান্তি দিবস, ২৪ অক্টোবর- জাতিসংঘ দিবস, ২০ নভেম্বর- সার্বজননী শিশু দিবস, ১০ ডিসেম্বর- জাতিসংঘ মানবাধিকার দিবস, ১৬ ডিসেম্বর- বিজয় দিবস বিশেষভাবে উলেখযোগ্য।

৫। আজীবন সদস্যগণ বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনের জাতীয় সদর দপ্তরে যোগাযোগ করে মানবাধিকার বিষয়ক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যে কোন কর্মসূচীতে নিজেকে সম্পৃক্ত করার সুযোগ পাবেন এবং বিদেশ ভ্রমণের জন্য জাতীয় সদর দপ্তর তাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবেন।

৬। বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনের স্থানীয় কোন শাখা বা শাখার সদস্য মানবাধিকার পরিপন্থী কোন কাজের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে এমন প্রমাণ পাওয়া গেলে প্রমাণপত্রসহ বিষয়টি কমিশনের জাতীয় সদর দপ্তরকে অবহিত করবেন।

৭। আজীবন সদস্য তার রেজিস্ট্রিভুক্ত এলাকা যথাক্রমেঃ জেলা, মহানগর, উপজেলা, থানা ও পৌরসভা শাখার সাধারণ সদস্য পদ গ্রহণ করতে পারবেন এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও ভোট প্রয়োগ করতে পারবেন।

****

Amendment:24 April 2021

BHRC Affiliated by: United Nations OHCHR GOB USA ICJ OMCT ACHPR

Peace

BHRC

Justice-Equity

Duties and Responsibilities of Life Members of BHRC

Life Members of Bangladesh Human Rights Commission-BHRC will be included in any of the registered branches like City Corporation, District, Upazilla level which is approved by the BHRC head office. Life Members will be considered as part and parcel of BHRC. Life members will be able to oversee human rights activities in their registered area like City Corporation, District, Thana/Upazilla, University and Pourashava. Life Members those who want to oversee human rights activities without involving themselves in any branch of the BHRC, they will be able to conduct following activities:

1. **Take initiative with a view to mitigating /solving the issue of any oppressed male or female. If it is difficult to solve the dispute, render help to the victim, take the victim to respective Thana or Court to assist the victim so that he or she receives justice.**
2. **Should forward human rights violation inquiry report to commission Headquarter.**
3. **Should inform in writing or over telephone regarding illegal and anti-social activities to government officials like deputy Commissioners, Superintendent of Police, RAB, Upazilla chairman, UNO and Police station.**
4. **Life Members on behalf of BHRC will be able to attend as Special Guest on various national level ceremonies like 10th January- BHRC Anniversary, 21st February- International Mother Language Day, 8th March- International Women's Day, 26 March- Independence Day, 22 April- International Mother Earth Day, 1st May- May Day, International Workers' Day, 26th June- United Nations International Day in Support of Victims of Torture, 17 July- World Day for International Justice, 15th August- National Mourn Day, 21 September- International Day of Peace, 24 October- United Nations Day, 20 November- Universal Children's Day, 10th December – International Human Rights day, 16 December- Victory Day.**
5. **All life Members will be able to involve themselves in any national or international level program. BHRC head office will render required support and cooperation.**
6. **Any local branch or any member of BHRC if found involved in human rights violation should be informed to BHRC headquarters.**
7. **Life Members will be considered as general member of all registered area like District, City Corporation, Upazilla/Thana, Pourashava and take part in election.**

Amendment:24 April 2021

আজীবন সদস্য রেজিস্ট্রেশন ফরম - এ

বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন

২২২/খ, মালিবাগ (২য় তলা), ফ্ল্যাট # সি-২, ঢাকা-১২১৭।
ফোনঃ ৯৩৬১৩৫৩, ৯৩৪৩৫০১, ০১৭১৪০৯৮৩৫৫, ফ্যাক্সঃ ৯৩৪৩৫০১
ই-মেইলঃ bhrc.nhq@gmail.com ওয়েবসাইটঃ www.bhrc-bd.org

Affiliated by: UN, OHCHR, GOB, USA, ICJ, OMCT, ACHPR

ছবি
(পাসপোর্ট সাইজ
১ কপি)

১। সদস্যের নাম ঃ

(ইংরেজীতে বড় অক্ষরে) ঃ

২। পিতার নামঃ

৩। স্বামী/স্ত্রীর নামঃ

৪। মাতার নামঃ

৫। বর্তমান ঠিকানাঃ

৬। স্থায়ী ঠিকানাঃ

৭। শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ

৮। মোবাইলঃ

৯। ফ্যাক্সঃ

১০। ই-মেইল নং-

১১। জন্ম তারিখ/বৎসরঃ

১২। পেশাঃ

১৩। কমিশনের যে শাখার সহিত জড়িতঃ

১৪। মানবাধিকার/সমাজসেবামূলক কর্মকান্ডের অভিজ্ঞতা (যদি থাকে)ঃ

আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, আমি স্বেচ্ছায়, স্বজ্ঞানে বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন-BHRC'র আন্তর্জাতিক কর্মনির্দেশিকার প্রতি আস্থা ও আনুগত্য প্রকাশ করে একজন স্বেচ্ছাসেবী আজীবন সদস্য হিসেবে সম্মতি জ্ঞাপন করলাম। আমি দেশ-রাষ্ট্র ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কোন কর্মকান্ডে নিজেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত করব না। এছাড়া মানবাধিকার কর্মকান্ড সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে পরিচালনা তথা ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, জাতি-উপজাতি নির্বিশেষে সকলের প্রতি সমানভাবে আচরণ করব।

তারিখঃ

সদস্যের স্বাক্ষরঃ

বি. দ্রঃ বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন দেশের বরেণ্য ব্যক্তিত্ব তথা বিশিষ্ট সমাজসেবীদের কমিশনে অনন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে **"আজীবন সদস্য সনদপত্র"** প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আজীবন সদস্য সনদপত্র এবং পরিচয়পত্র গ্রহণের সময় অবশ্যই আজীবন সদস্য পদ গ্রহণকারীকে ন্যূনতম 'ক' গ্রেডে ২০,০০০/- টাকা, 'খ' গ্রেডে ১৫,০০০/- টাকা এবং 'গ' গ্রেডে ১০,০০০/- টাকার যে কোন একটি কমিশনের জাতীয় সদর দপ্তরে সরাসরি আজীবন সদস্যপদ প্রদান করতে পারবে। আজীবন সদস্য ফি **"মানবাধিকার"** হিসাব নং-**০৭০৩১০১০৮৯১৯৬**, পূবালী ব্যাংক লিঃ, মালিবাগ শাখা, ঢাকা বরাবর অথবা, বিকাশ/নগদ নং-০১৭১১৫২২১২৯ অথবা ০১৬৭১৯৬২৩৩৭ এর মাধ্যমে প্রেরণ করা যাবে।

কে মানবাধিকার কর্মী?

যে মানুষ সৎ উপার্জন করেন এবং উপার্জিত অর্থের একটি অংশ মানবতার সেবায় ব্যয় করেন, নির্যাতিত ও নিপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়ান, আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং সকল মানুষের শান্তির পক্ষে আওয়াজ তোলেন।

- বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন।

BHRC- Bangladesh Human Rights Commission is one of the largest Voluntary International human rights and peace bodies in Asian Region working against torture and for the preservation, promotion and upholding of human rights/peace with over thousand branches in home and abroad. BHRC registered by the Government of Bangladesh and established in 1987 as per charter of UN bill of rights. It is accredited with United Nations and Affiliated Status with the International Commission of Jurists- ICJ. It is also member body of OMCT/SOS Torture Network (Geneva) and Member with Observer Status of African Commission on Human & Peoples Rights. BHRC is affiliated with many other national and international bodies.